বিমস্টেক জাতীয় নিরাপত্তা প্রধানদের প্রথম সভা
(মার্চ ২১, ২০১৭)

১৬ অক্টোবর, ২০১৬ ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত বিমস্টেক নেতাদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২১ মার্চ, ২০১৭-এ বিমস্টেক সদস্যভুক্ত দেশ রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা প্রধানদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হল নয়াদিল্লিতে।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) তারিখ আহমেদ সিদ্দিকি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা পরামর্শদাতা; জনাব সোনাম তোপগে, সচিব, ভুটানের স্বরাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রক ; জনাব থায়ুং তুন, মায়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা; জনাব সিংহ বাহাদুর শ্রেষ্ঠ, নেপাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল; ব্রিগেডিয়ার এম.ডি.ইউ.ভি গুনাতিলকে, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র শ্রীলঙ্কার সামরিক গোয়েন্দা দফতরের অধিকর্তা; জনাব বীরা উরাইরাত, থাইল্যান্ড রাজতন্ত্রের পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল; এবং জনাব সুমিত নাকানদালা, বিমস্টেকের সেক্রেটারি জেনারেল— বৈঠকে যোগদান করেন, বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অজিত দোভাল, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

এছাড়াও তাঁরা সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে।

বৈঠকে বিমস্ট্রেক সদস্যভুক্ত দেশগুলির নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ চ্যালেঞ্জ, এবং এই অঞ্চলে মানুষের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মতো প্রথাগত ও অপ্রথাগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় বঙ্গোপসাগর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নিরাপত্তা এবং সাধারণ স্বার্থে সমষ্টিগত কাজের উপর জোর দেওয়া হয়।

বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থীতিশীলতার ক্ষেত্রে এখনও একমাত্র ও প্রধান হুমকি হল সন্ত্রাসবাদ। বৈঠকে আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা, সমন্বয়ের উন্নতি ও সক্ষমতা বাড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা ও মৌলবাদের বিস্তার রোধ করার জন্য জোটবদ্ধভাবে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়। বিমস্টেক সদস্যভুক্ত দেশগুলি ভারতকে অনুরোধ করে মৌলবাদ বিরোধী একটি কর্মশালা আয়োজন করার জন্য।

সাইবার স্পেস নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন এবং সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্রে একটি যৌথ ফোরামের মাধ্যমে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সহমত হয়।

বিমস্টেক সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলির উন্নতি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মানবিক সহায়তা ও ডিজাস্টার রিলিফ (এইচএডিআর)-সহ সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্পেস টেকনোলজি নিরাপত্তা বিষয়ক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার উপায় নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয় সন্ত্রাসবাদ দমন এবং বহুজাতিক অপরাধ ও তার সাব গ্রুপের বিষয়ে বিমস্টেক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের অগ্রগতি নিয়ে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিমস্টেক জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান/ উপদেষ্টা এর বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান করবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটি ১.৫ ট্র্যাক বিমস্টেক নিরাপত্তা ডায়লগ ফোরামের এবং বিমস্টেকের নিরাপত্তা বিষয়ে ফোরাম তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হিমালয় এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বৈঠকে একটি বিমস্টেক হিমালয়ান সায়েন্স কাউন্সিল গঠন করা হয়, যা এমন একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠন যা পরিবেশগত বিষয় এবং মানব শরীরে তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করবে।

ভারত নিরাপত্তা সংক্রান্ত খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১০০ স্কলারশিপের প্রস্তাব করে।

বিমস্টেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা গুরুত্ব বিবেচনার লক্ষ্যে বার্ষিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ পরবর্তী সভা করার যে প্রস্তাব দেয়, বৈঠকে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

নয়াদিল্লি

মার্চ ২১, ২০১৭